"সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণার লক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যে সকল সাফল্য অর্জিত হয়েছে সে সকল তথ্যাদি নিয়ে বই আকারে প্রকাশের লক্ষ্যে এনটিআরসিএ-এর হালনাগাদ তথ্যদি

এনটিআরসিএ-এর পরিচিতি: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ দানের মাধ্যমেক শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১নং আইন) এর আলোকে এ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠান বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ সংক্ষেপে এনটিআরসিএ নামে পরিচিত। ইংরেজিতে এ প্রতিষ্ঠানের নাম Non-Government Teachers'Registration & Certification Authority (NTRCA)। এনটিআরসিএ সারা দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলের শূন্য পদসমূহে শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষকদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিবন্দণ ও প্রত্যয়ন প্রদান করে এবং কেবলমাত্র নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রাপ্তদের মধ্য হতে মেধারভিত্তিতে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে অনলাইনে প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ করে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন এবং নিয়োগ সুপারিশের কার্যক্রমটি পরিচলনা করা হয়। বর্ণিত আইন অনুযায়ী এটি একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের কার্যালয় ঢাকাস্থ রমনা থানার ইস্কাটন গার্ডেন রোডের রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ারের চতুর্থ তলায় অবস্থিত।

পটভূমি: বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১নং আইন) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদানের লক্ষে এ কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। এনটিআরসিএ'র উদ্দেশ্য হলো দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) সামগ্রিক শিক্ষার মানকে উন্নত করার প্রয়াসে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের লক্ষে উপযুক্ত শিক্ষক প্রার্থী বাছাই করা। এ লক্ষে এনটিআরসিএ সৃষ্টিকাল থেকেই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে আসছে। বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক পদে মেধাসম্পন্ন লোকবল নিয়োগদানে সুপারিশ প্রদান কার্যক্রমটিও এনটিআরসিএ সম্পন্ন করে আসছে।

কার্যাবলী:

১. বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন,২০০৫ অনুযায়ী এনটিআরসিএ এর কার্যাবলী :

(ক) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক চাহিদা নিরূপণ;
(খ) শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ প্রদানের যোগ্যতা নির্ধারণ;
(গ) জাতীয়ভাবে শিক্ষকমান নির্ধারণ, যোগ্যতা নিরূপণ এবং এতদসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
(ঘ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নির্বাচনের সুবিধার্থে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন প্রদান;
(ঙ) শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও দ্বি-নকল সনদ প্রদান এবং বিভিন্ন খাতে খাতে ফি আদায়;

(চ) শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন এবং গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
(ছ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার মান যাচাই ও শিক্ষাগত পেশায় অন্তর্ভুক্তি;
(জ) এই আইন বলবৎ হবার পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত এম.পি.ও ভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
(ঝ) উপর্যুক্ত কার্যাবলি এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সম্পাদন করা;
(ঞ) বিবিধ বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন এবং
(ট) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখের পরিপত্রের মাধ্যমে এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের শূন্য পদে প্রার্থী নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশের প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত পরিপত্র অনুসারে এনটিআরসিএ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে শূন্য পদের চাহিদা গ্রহণ করে। শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে এনটিআরসিএকর্তৃক নিবন্ধিত প্রার্থীদের নিকট থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং সর্ম্পূণ অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রার্থীদের পছন্দ এবং মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হয়।

জনবল নিয়োগ : এনটিআরসিএ কার্যালয়ে বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৬৫ (পঁয়ষট্টি) জন। সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদে ২০০৯ হতে ২০২৩ সময়কালে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে ০৭ জন, ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী-২৭ জন, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ১০ জন ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০৬ জনসহ মোট ৫০ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য পদে প্রেষণে ও সংযুক্ত হিসেবে ২২ জন কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন।

এনটিআরসিএ কর্তৃক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগে সুপারিশকরণের তথ্য : বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাইকৃত দক্ষ, যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীগণ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫(অংশ)-১০৮১ সংখ্যক স্মারকে জারিকৃত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে অনুসরণীয় পদ্ধতি বিষয়ক পরিপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলে (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের সুপারিশকরণের দায়িত্ব বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন

ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)-কে অর্পণ করা হয়। নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের এ পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রার্থীদের গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের দ্বারস্থ হতে হয় না। কোন প্রকার তদবির ব্যতিরেকে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এনটিআরসিএ কর্তৃক নিয়োগের সুপারিশ কার্যক্রমটি সর্বমহলের সাধুবাদ অর্জন করেছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শূন্য পদের চাহিদা সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও জাতীয় মেধা তালিকার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) প্রথম প্রবেশ পর্যায়ের (Entry level)শূন্য পদে প্রার্থী নির্বাচনপূর্বক নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করে । সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে এনটিআরসিএ'র মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৮৫,৪৫৬ (পঁচাশি হাজার চারশত ছাপ্পান্ন) জন নিবন্ধনধারীকে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এনটিআরসিএ কর্তৃক বিগত ২২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত ৪র্থ গণবিজ্ঞপ্তির আওতায় ৩২৪৩৮ (বত্রিশ হাজার চারশত আটত্রিশ) জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল নির্বাচিত প্রার্থীর পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এনটিআরসিএ তার সার্বিক কার্যক্রমে সততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

গণবিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিয়োগ সুপারিশঃ

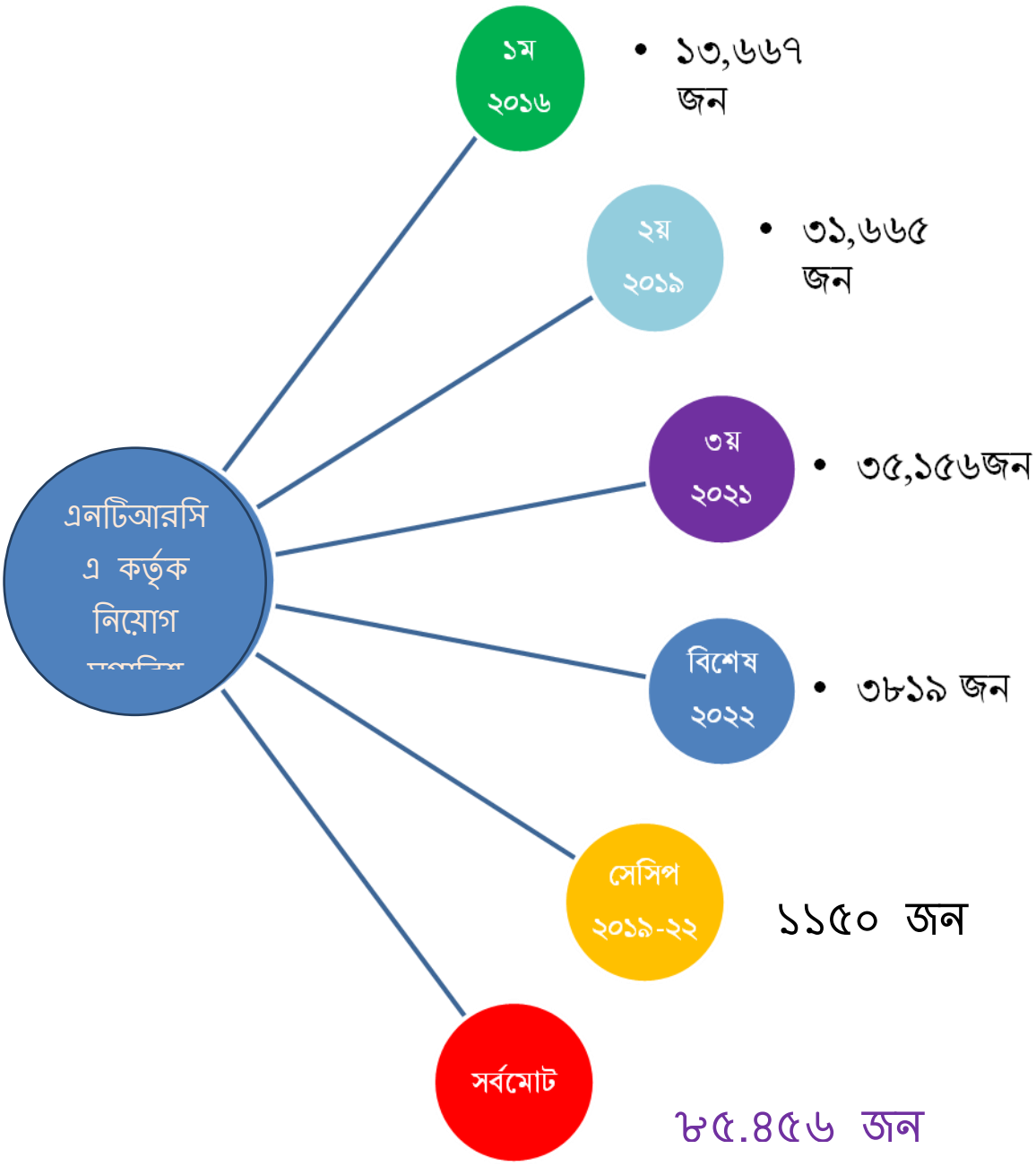

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে নিয়োগ সুপারিশপ্রাপ্তদের ফুল ও সুপারিশপত্র প্রদান করছেন **মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম পি।**

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সুপারিশপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় উপমন্ত্রী ও মাননীয় সচিবের উপস্থিতিতে নিয়োগ

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা কার্যক্রম: বর্তমানে এনটিআরসিএ পরিচালিত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের টেলিটকের সহায়তায় প্রণীত সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরি করা হয়। তাছাড়া শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্রধারীদের মধ্য হতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সুযোগ পাচ্ছে। এ কারণে এ পদ্ধতির উপর পরীক্ষার্থীদের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগতভবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫ এর মাধ্যমে ২০০৫ সালে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত আইনের ধারা ১০ এ এনটিআরসিএ-কে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও বিতরণ করাই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ এর আওতায় নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের পরে বর্তমান সরকারের আমলে নিবন্ধন পরীক্ষা বিধিমালা আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১২ ও ২০১৫ খ্রি: তারিখে সংশোধন করা হয় এবং উক্ত বিধিমালার আওতায় ২০০৯ হতে ২০২৩ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ১৪টি নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৬ সালের বিধিতে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা ছিল। শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আমলে নিবন্ধন পরীক্ষা বিধি ২০১২ ও ২০১৫ সালে সংশোধন করা হয়। পরবর্তী সংশোধনীসমূহে লিখিত পরীক্ষার পাশাপাশি প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বর্তমানে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার আওতায় সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম এনটিআরসিএ সম্পূর্ণ অটোমেশন/ডিজিটাল পদ্ধতিতে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সফওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষা ০৮টি বিভাগীয় শহরসহ ২৪টি জেলা শহরে অনুষ্ঠিত হয় এবং মৌখিক পরীক্ষা এনটিআরসিএ'র কার্যালয়ের অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ৩টি ধাপে গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৭৭ জন প্রার্থীকে শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ : ২০১৫ সালের ২২ অক্টোবর বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত) এর বিধি ৯ এর উপবিধি ২ এর (গ) অনুযায়ী এনটিআরসিএ'র নিবন্ধন পরীক্ষার প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি চতুর্দশ শিক্ষক নিবন্ধন মৌখিক পরীক্ষা, ২০১৭ হতে চালু করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী যে বিষয়ে শিক্ষক হতে চান সে বিষয়ে জ্ঞান, প্রকাশ ক্ষমতা, পাঠদানের গুণগতমান, শারীরিক দক্ষতা, মনস্তাত্বিক অবস্থা ও শ্রেণী কক্ষে পাঠদানকালে বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৌশল ইত্যাদি যাচাই করা যাচ্ছে। এতে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগদানে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পথ সুগম হয়েছে।

২০০৫ সাল হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার তথ্য ছক :

পরীক্ষা	কেন্দ্র সংখ্যা	বিষয়	মোট আবেদনকারী	মোট অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহণের হার	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের হার
১ম পরীক্ষা নভেম্বর, ২০০৫	৬	২৩	76185	59000	৭৭.৫০%	33788	৫৭.২৭%
২য় পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০০৬	৬	১১২	131759	99807	৭৫.৭৫%	22381	২২.৩৬%
৩য় পরীক্ষা সেপ্টেম্বর, ২০০৭	২৪	১১৯	113975	83899	৭৩.৬১%	16020	১৯.০৯%
৪র্থ পরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০৮	২০	৭৮	127074	96027	৭৫.৫৮%	31093	৩২.৩৮%
৫ম পরীক্ষা ডিসেম্বর, ২০০৯	২০	৭১	141082	102348	৭৬.৬০%	39225	৩৮.৩৩%
৬ষ্ঠ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	২০	৭৮	283314	220517	৭৭.৮৩%	42641	১৯.৩৪%
বিশেষ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০	৭	৪	7764	6936	৮৯.৩৪%	1395	২০.১১%
৭ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১১	২০	৮০	321301	259114	৮০.৬৪%	57203	২২.৪৪%
৮ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১২	২০	৮০	313145	248001	৭৯.২০%	56046	২২.৫৯%
৯ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৩	২০	৮০	314887	242451	৭৬.৯৯%	75898	৩১.৩০%
১০ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮০	441979	356962	৮০.৭৬%	113297	৩১.৭৪%
১১তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪	২০	৮২	441077	357472	৮১.০৪%	51405	১৪.৩৮%
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা,২০১৫ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	532522	480670	৯০.২৬%	75989	১৫.৮১%
১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৫ (লিখিত)	৭	৮২	69485	60829	৮৭.৬১%	47039	৭৭.৩৩%
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-	২০	৪	602033	527757	৮৭.৬৬	14726	২৭.৯০%

২০১৬ (প্রিলিমিনারি)					%	2	
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (লিখিত)	৮	৭৭	147262	127664	৮৬.৬৯%	18973	১৪.৮৩%
১৩তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (মৌখিক)	-	৭৭	18973	18009	৯৪.৯২%	17254	৯৫.৮১%
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	923554	806650	৮৭.৩৪%	209875	২৬.০২%
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (লিখিত)	৮	৮১	209875	166321	৭৯.২৫%	19863	১১.৯৪%
১৪তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (মৌখিক)	-	৮১	19863	18709	৯৪.১৯%	18312	৯৭.৮৮%
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (প্রিলিমিনারি)	২০	৪	876033	740416	৮৪.৫২%	152000	২০.৫২%
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (লিখিত)	৮	৮২	152000	121660	৮০%	13345	১০.৯৬%
১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (মৌখিক)	-	৮২	13345	12901	96.67%	11130	৮৬.২৭%
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (প্রিলিমিনারি)	২৪	৪	1176196	959727	৮১.৫৯%	228700	২৩.৮৩%
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (লিখিত)	৮	১০৩	228700	154665	৬৭.৬৩%	22398	১৪.৪৮%
১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (মৌখিক)	-	১০৩	22398	20131	89.88%	18550	92.15%
১7তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০20 (প্রিলিমিনারি)	২৪	৪	1193978	608492	50.96%	151436	24.89%
১7তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা-২০20 (লিখিত)	৮	১০৪	151436				

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন-এনটিআরসি 'র প্রশাসনিক, পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রম ডিজিটালাইজড:

(ক) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহে অনলাইনে প্রার্থীদের আবেদনপত্র পূরণ, ফি জমাকরণ, প্রবেশপত্র প্রদান Online-এ সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সকল আবেদনপত্র Barcode যুক্ত করা হয়েছে।

(খ) Data Automation এর মাধ্যমে ভেন্যু List, Roll Generate ও ছবিসহ স্বাক্ষরলিপি প্রস্তুত এবং বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ছবিসহ ফলাফল Online-এ প্রকাশ;

(গ) মোবাইলে SMS-এর মাধ্যমে প্রার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিষয় বিশেষজ্ঞগণকে পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট তথ্য অবগতকরণ;

(ঘ) উত্তীর্ণ প্রার্থীদের Barcode সম্বলিত প্রত্যয়নপত্র বিতরণ। যার ফলে নকল ও জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে;

(ঙ) অনলাইনে দ্বি-নকল (Duplicate) ও সংশোধিত নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রদানের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ;

(চ) শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র যাচাই সহজীকরণ এবং যাচাই প্রতিবেদনে QR কোড সংযোজন;

(ছ) শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্রের জালিয়াতি প্রতিরোধকল্পে সংশোধিত নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র ও দ্বি-নকল প্রত্যয়নপত্রে স্মারক নং এবং ইস্যু তারিখ লিপিবদ্ধকরণ;

(জ) প্রতিষ্ঠানের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড SMS এর মাধ্যমে প্রদান

(ঝ) NTRCA এর তালিকাভুক্ত পরীক্ষক/প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদের ডাটাবেইজ অনলাইনে হালনাগাদকরণ এবং সংরক্ষণ।

(ঞ) e-GP এর মাধ্যমে এনটিআরসিএ'র ক্রয়কার্য সম্পন্ন;

(ট) এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে সিটিজেনস চার্টার প্রকাশ;

(ঠ) এনটিআরসিএ কার্যালয়ে Digital Attendance চালুকরণ;

(ড) মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে DEO, USEO, প্রতিষ্ঠান প্রধান, সভাপতিগণকে তথ্য প্রদানের জন্য অবহিতকরণ।

(ঢ) এনটিআরসিএ কার্যালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের Digital Attendance চালু করা হয়েছে।

(ণ) এনটিআরসিএ কার্যালয়ে অফিস নিরাপত্তা জোরদারকরণের লক্ষ্য সমগ্র অফিস প্রাঙ্গণ ও আইটি শাখা CC Camera আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

(ত) এনটিআরসিএ'র Stakeholder-দের কাজ দ্রুতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদানের জন্য Help-Desk স্থাপন করা হয়েছে এবং অভিযোগ বক্সও স্থাপন করা হয়েছে।

বিভিন্ন মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম প্রচারের পরিকল্পনা:

(ক) এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম পোষ্টার, লিফলেট এবংক্ষুদ্র পুস্তিকা **(brochure)** এর মাধ্যমে প্রচার হচ্ছে;

(খ) এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইট ও ফেসবুক হালনাগাদকরণ করা হয়েছে;

(গ)এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম প্রচারের লক্ষে প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

(ঘ) এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম প্রচারের লক্ষে বিলবোর্ড এবং "Scroling LED Display System" এর মাধ্যমে এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রাম) ব্যবহার করে এনটিআরসিএ'র উন্নয়ন সাফল্য জনগণের দৃষ্টিগোচরে আনার উদ্যোগ গ্রহণ;

মুজিববর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং করোনাকালীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের অংশ হিসেবে এনটিআরসিএ কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন, কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে জাতির পিতার ভাবাদর্শ তুলে ধরার জন্য তাঁর লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' এবং "আমার দেখা নয়াচীন" পুস্তকসমূহ সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের সরবরাহ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর বর্ণাঢ্য জীবন তুলে ধরে এনটিআরসিএ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে লিফলেট, পোষ্টার ও কোটপিন বিতরণ করা হয়। এনটিআরসিএ ২০১৬ সাল হতে সম্মিলিত মেধা তালিকা অনুযায়ী প্রাপ্ত শূন্য পদের চাহিদার ভিত্তিতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষকদের নিয়োগের সুপারিশ করে থাকে। সুপারিশপ্রাপ্ত প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষকদের সাথে নিবিড় ও দ্রুত যোগাযোগ স্হাপনের অংশ হিসেবে এসএমএস-এর পাশাপাশি ইউনিক ই-মেইল আইডি-তে যোগাযোগ স্হাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণের উদ্যোগ m¤úbœ Kiv হয়েছে। সেবা প্রত্যাশীদের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রত্যয়নপত্র যাচাই প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানের নাম, স্মারক ও তারিখ উল্লেখপূর্বক ওয়েবসাইটে উপস্থাপন এবং দ্বি-নকল/সংশোধনী প্রত্যয়নপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে এনটিআরসিএ কর্তৃক খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাঁথা শ্রবণ ও মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা/চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরষ্কৃতকরণ, রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন, একটি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন, প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার প্রদান, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য সাদা ছড়ি প্রদান, জাতির পিতার কর্মময় জীবন ও ৭ই মার্চ এর ভাষণের তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনার আয়োজন, আলোক সজ্জার ব্যবস্হা গ্রহণ এবং নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধাশ্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোভিড সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২১.০৭.২০ তারিখের পরিপত্রের ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া No Mask, No Service নির্দেশনা সার্ভিস পয়েন্টে প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এনটিআরসিএ কার্যালয়ে মনিটরিং জোরদারকরণের লক্ষ্যে মাস্ক পরিধানসহ সামগ্রিক স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টি নিশ্চিতকরণের প্রয়াশ অব্যাহত রয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও SDG বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

SDG-4 Abyhvqx মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে ৮৫,৪৫৬ (পঁচাশি হাজার চারশত ছাপ্পান্ন) জন নিবন্ধনধারীকে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে সম্পূর্ণ মেধারভিত্তিতে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচনে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব হ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়নে এনটিআরসিএ অন্যতম নিয়ামক ভূমিকা পালন

করে আসছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে এ প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ডা. দীপু মনি এমপি কে এনটিআরসিএ'র ২০২১ সালের বার্ষিক

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র ও নিয়োগ সপারিশপত্র প্রদান অনষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব দীপ মনি. এম.পি. এর সাথে ভার্চুয়াল সভায়

তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০২২ এ অধিদপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে ১ম স্থান অর্জনের সম্মান সূচক ক্রেস্ট মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এর নিকট হতে গ্রহণ করছেন